প্রথম আলো

তারিখ ২ 2 SEP 2013
পৃ ৫ কলাম ৫

৪৫ বছরের পুরোনো কলেজ সাংসদের নামে

মাসুদ রানা, গাজীপুর ●

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার ৪৫ বছরের পুরোনো শ্রীপুর ডিগ্রি কলেজের নাম পাল্টে 'শ্রীপুর মুক্তিযোদ্ধা রহমত আলী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ' করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য রহমত আলী গাজীপুর-৩ (শ্রীপুর ও সদর উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়ন) আসনের সাংসদ। কলেজের নবনির্মিত অনার্স ভবনের উদ্বোধন করতে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আজ রোববার কলেজে আসছেন।

নাম পরিবর্তন করার প্রতিবাদে এলাকাবাসী 'শ্রীপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের নাম সংরক্ষণ নির্দলীয় নাগরিক কমিটি' গঠন করেছেন। কমিটি ১৪ সেপ্টেম্বর শ্রীপুর মুক্তমঞ্চে প্রতিবাদ সভা করতে চাইলে পুলিশ তা পণ্ড করে দেয়। আটক করে কমিটির আহ্বায়ক মো. জহিরুল হক মণ্ডলকে। পরে সভা না করার শর্তে প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এ ব্যাপারে সাংসদ রহমত আলীর বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তাঁর ছেলে ও কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জামিল হাসান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'নাম পরিবর্তনের জন্য যত ধরনের শর্ত ও নিয়মকানুন মানা দরকার, যেসব কর্তৃপক্ষের অনুমতি দরকার, সব যথাযথভাবে মেনে করা হয়েছে।' এলাকাবাসীর ক্ষোভের বিষয়ে জামিল বলেন, 'সব সময় কোনো কাজের বিরোধী পক্ষ থাকে। তারাই বিরোধিতা করছে। আর এই কলেজের জন্য আমরা অনেক জমি ও টাকা অনুদান দিয়েছি।'

এলাকার একাধিক বাসিন্দা জানান, শ্রীপুর সদর থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে বাঘমারা এলাকায় কালু মণ্ডল নামের এক প্রভাবশালী ব্যক্তি শ্রীপুরের বাসিন্দাদের নিয়ে ১৯৬৮ সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। ওই সময় এলাকাবাসী তাঁর নামে কলেজটি নামকরণের প্রস্তাব দিলেও তিনি সেটি গ্রহণ না করে 'শ্রীপুর কলেজ' রাখেন। ২০১০ সালে কলেজে ডিগ্রি কোর্স চালু হলে নাম করা হয় শ্রীপুর ডিগ্রি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। হঠাৎ করেই এক মাস আগে ৪৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী কলেজের নাম পাল্টানোর সিদ্ধান্ত নেয় পরিচালনা পর্ষদ।

পর্ষদের সদস্য ও শ্রীপুর পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম মণ্ডল বলেন, নাম পরিবর্তন নয়, সংযোজন করা হয়েছে। এমপি কলেজের জন্য চার-পাঁচ কোটি টাকা মূল্যের জমি দান করেছেন। এ কারণে সবার সঙ্গে কথা বলেই নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। তবে গাজীপুর জেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি আনিছুর রহমান বলেন, 'একটি ঐতিহ্যবাহী কলেজের নাম পরিবর্তন, তাও আবার সরকারের শেষ সময়ে—এটি কোনোভাবেই উচিত হয়নি। এতে সাংসদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে।'

শ্রীপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেন বলেন, নামকরণের একটি নীতিমালা রয়েছে। সেই নীতিমালা অনুযায়ী যে কেউ তাঁর নামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করতে পারেন। তবে একটি ঐতিহ্যবাহী কলেজের নাম পরিবর্তন এলাকাবাসী ভালো চোখে নেয়নি।

মো. জহিরুল হক মণ্ডল বলেন, শ্রীপুর কলেজের নাম পুনর্বহালের আবেদন জানিয়ে ১১ সেপ্টেম্বর শিক্ষামন্ত্রীর কাছে একটি আবেদন করা হয়েছে। নাম পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত তিনি এলাকাবাসীকে নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।